একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী

পদক্ষেপ বার্তা

বর্ষ: ১৪ । সংখ্যা: ১৪৮ । জুন ২০২৫ www.padakhep.org

আগৈলঝড়ায় পদক্ষেপ এর প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের উপস্থিতিতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

পৃষ্ঠা ০২

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় লিড ফার্মার ও গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পৃষ্ঠা ০৭

পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অভিনব উদ্যোগ

যেখানে অন্যরা শুধু ঔষধ বিক্রি করে, প্রমিস ফার্মেসি অ্যান্ড ইজি শপ সেখানে তৈরি করেছে বিশ্বাসের এক অনন্য ঠিকানা 'বাড়ির পাশেই বিশ্বস্ততার নাম'। অথেনটিক ঔষধ, নিশ্চিন্তে কেনাকাটা আর গ্রাহকস্বার্থে নিরবিচ্ছিন্ন সেবার কারণে ইতোমধ্যেই তারা হয়ে উঠেছে এলাকার মানুষের আস্থার জায়গা। এবার পরিবেশ দিবস (৫ জুন) উপলক্ষে প্রমিস ফার্মেসি অ্যান্ড ইজি শপ নিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ 'পরিবেশ রক্ষার প্রমিস'। এই ক্যাম্পেইনের আওতায়, ৫টি প্লাস্টিকের খালি বোতল জমা দিলেই ঔষধ কেনাকাটায় মিলছে ১০% ছাড়। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, "একটি মডেল ফার্মেসি শুধু ভালো ঔষধ বিক্রি করলেই যথেষ্ট নয় সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীলতাও থাকা উচিত। এই প্রচেষ্টা সেই দায়বদ্ধতারই অংশ।" এ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে প্রমিস ফার্মেসি চায় স্থানীয় জনগণকে পরিবেশ সচেতনতার অংশীদার করতে, পাশাপাশি প্লাস্টিক রিসাইক্লিং এর ধারণাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। বিষয়টি এলাকায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

আগৈলঝড়ায় পদক্ষেপ এর প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের উপস্থিতিতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সমাজ উন্নয়নে সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব যখন সরাসরি উপস্থিত থাকেন, তখন তার প্রভাব হয় বহুমাত্রিক। ঠিক তেমনই এক দৃষ্টান্ত তৈরি হলো পদক্ষেপ-এর প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সরাসরি অংশগ্রহণে আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়।

১৬ জুন, রাজিহার মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ-এর প্রেসিডেন্ট মহোদয় এ.বি.এম সিদ্দীক। তাঁর আগমনেই অনুষ্ঠানস্থলে তৈরি হয় এক ভিন্ন আবহ। তিনি প্রতিটি আয়োজন মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করেন, বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং প্রধান ও বিশেষ অতিথিদের নিজ হাতে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। সভাপতির বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট মহোদয় বলেন, "আমাদের শিশু-কিশোরেরা শুধু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নয়, আজকের সমাজ পরিবর্তনের শক্তিও বটে। তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। এই আয়োজন তারই অংশ।" প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, "পদক্ষেপ শুধু আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে নয়, শিশু-কিশোরদের সৃজনশীল বিকাশেও নেতৃত্ব দিচ্ছে।" পরদিন, ১৭ জুন হারতা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় দিনের প্রতিযোগিতা। এই আয়োজনের বিশেষত্ব শুধুই প্রতিযোগিতা নয় বরং স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতবৃন্দ, শিক্ষক ও সাংবাদিকদের মধ্যে সংগঠনটির প্রতি আস্থা, শ্রদ্ধা ও সম্পৃক্ততাও আরও দৃঢ় হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গত ০২ জুন ২০২৫ তারিখে বড়লেখা উপজেলার তালিমপুর ইউনিয়নে এবং গত ২২ জুন ২০২৫ তারিখে গৌরারং ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। হাকালুকি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পদক্ষেপ এর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তন্ময় দাস এবং সুনামগঞ্জ সদর এরিয়া অফিসে আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সংস্থার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দীপংকর মালাকার। প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমন্বয়কারী বিশ্বজিত দাস, সহকারী সমন্বয়কারী মোঃ জাহেদুল ইসলাম এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ। প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির উন্নয়ন, প্রাথমিক চিকিৎসা, পুষ্টির মৌলিক ধারণা ও সচেতনতামূলক বার্তা প্রেরণের কৌশল তুলে ধরা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্প

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি। সেই লক্ষ্যে গত ২৭ জুন মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার তালিমপুর ইউনিয়নের হাকালুকি উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ২৮ জুন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে পুরান লক্ষনশ্রী গুচ্ছগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমৃদ্ধি কমসূচির আওতায় বিনামূল্যে মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে ২৭ জুন অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে মোট ১৭৭ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এর মেডিকেল অফিসার ডা. নাজমুল হাসান এবং ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন। ২৮ জুন আয়োজিত ক্যাম্পে মোট ২৪৩ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. শফিকুল ইসলাম এবং ডা. শতাব্দী ভট্টাচার্য। স্বাস্থ্য ক্যাম্পগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ঔষুধ বিতরণ করা হয়।

পদক্ষেপ ও পিকেএসএফ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের এই উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুস্থ্য জীবন নিশ্চিতকরণে সরাসরি অবদান রাখছে। কর্মসূচিতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ এবং পদক্ষেপ এর কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বড়লেখায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দুই দিনব্যাপী ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, উন্নয়ন মেলা ও পুরস্কার বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ ও ২৮ জুন হাকালুকি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ এর ১৮টি বৈকালিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী, কিশোর-কিশোরী, যুব ও প্রবীণরা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, কুটির শিল্প, সবজি চাষ এবং পিঠা প্রস্তুতি বিষয়ক ৫ টি প্রদর্শনী স্টল। দ্বিতীয় দিন সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ও গুণীজনদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এবং ৬০টি ইভেন্টে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, তালিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এখলাছুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী (প্রাথমিক) শিক্ষা অফিসার মীর আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল মালেক, বড়লেখা প্রেসক্লাব এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব, বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এর মেডিকেল অফিসার ডা. নাজমুল হাসান, হাকালুকি উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক বিধান চন্দ্র দাস, সহকারী শিক্ষক স্বপন গোলদার, ইউপি সদস্য এনামুল হক, সমাজসেবক নুরুল ইসলাম, শিক্ষক পল্লব চক্রবর্তী, সাংবাদিক মোস্তফা উদ্দিন।

স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গত ১৯ জুন ২০২৫ তারিখে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়। ক্লিনিকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক বিনামূল্যে নারী, শিশু, গর্ভবতী মা ও নবজাতকের সমস্যা এবং কিশোরীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক ইত্যাদি চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এ মাসে মোট ৩৯ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করেন সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. শফিকুল ইসলাম।

রংপুরে উচ্চ শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ

মেধাবী ও অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার পথকে সুগম করতে, গত ১৬ জুন ২০২৫ তারিখে পদক্ষেপ এর রংপুর জোনের এমআরএ-এমএফআই উচ্চ শিক্ষাবৃত্তির আওতায় ৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মোট ২,২৫,০০০/- টাকার চেক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক মোঃ বেলাল হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং পদক্ষেপ এর কর্মীবৃন্দ ।

প্যালেডিয়াম প্লেট

পিজ্জা'র আদ্যোপান্ত

বর্তমান প্রজন্মের কাছে পিজ্জা একরকম লাভ ল্যাংগুয়েজ। ক্লাসের ফাঁকে, অ্যাসাইনমেন্টের চাপে, নেটফ্লিক্সিং-এর রাতে কিংবা বসের ঝাড়ি খেয়ে ফিরে পিজ্জার চেয়ে ভালো সঙ্গী আর হয় না। তবে বাড়ির বড়দের কাছে পিজ্জা মানেই মোটা একটা রুটির উপর টমেটো আর মাংসের টুকরো। প্রিয় পিজ্জার এমন দুর্নামে আমাদের ভ্রু কুচকে গেলেও, প্রায় ৬,০০০ বছর আগে "প্লাকোস" নামক এক ফ্ল্যাটব্রেডে অলিভ অয়েল, রসুন, পেঁয়াজ, চিজ ও ভেষজ যোগ করে খেত গ্রিকরা। সেই অনুকরণেই রোমানরাও "ফোকাচ্চা" নামের চুলায় বেক করা রুটির উপর খেজুর দিয়ে পরিবেশন শুরু করে। বহুকাল পর, ইতালির নেপলস শহরের দরিদ্র মানুষজন রুটির

ওপর টমেটো ছড়িয়ে, তাতে লবণ-মশলা দিয়ে খাওয়ার নতুন রীতি শুরু করে।

এভাবেই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় আধুনিক পিজ্জা। ১৮৮৯ সালে ইতালির রানী মার্গারিটা নেপলস সফরে গিয়ে সাধারণ মানুষের প্রিয় খাবার পিজ্জা চেখে দেখতে চান। তখন বিখ্যাত পিজ্জা বেকার রাফায়েল এস্পোসিতো রানীর জন্য একটি বিশেষ পিজ্জা তৈরি করেন যাতে ব্যবহার করেন টমেটো, মোজারেলা চিজ আর তুলসীপাতা। রানী এতটাই মুগ্ধ হন যে, সেই পিজ্জার নাম হয় "পিজ্জা মার্গারিটা"। এরপর ১৯ শতকের শেষ দিকে লক্ষ লক্ষ ইতালীয় অভিবাসী আমেরিকায় পাড়ি জমান। তাদের সঙ্গে পিজ্জাও পৌঁছে যায় আটলান্টিক পেরিয়ে নিউইয়র্ক, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া শহরে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইউরোপ ফেরত আমেরিকান সৈন্যরা পিজ্জার প্রেমে পড়ে এই খাবারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেন। অতঃপর বিশ্বায়নের বদৌলতে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে প্রিয় পিজ্জা এখন রংপুরের প্যালাডিয়াম সেইফ স্ট্রিট ফুড মার্কেটের টেবিলেও এসে পৌঁছেছে।

আইসিবিসি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

ভোলা, নরসিংদী, চাদঁপুর ও লক্ষ্মীপুরে স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় ৭ দিনব্যাপী ৪টি স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে গত ১৯-২৫ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ভোলা সদর উপজেলায় ১টি; ২৪-৩০ জুন নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় ১টি; ২১-২৭ জুন চাঁদপুর সদর উপজেলায় ১টি এবং লক্ষ্মীপুরে রামগতি উপজেলায় ১টি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভোলা সদরে ২২ জন, মনোহরদীতে ১৬ জন, চাঁদপুর সদরে ১৬ জন এবং রামগতি উপজেলায় ১০০ জন স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

ভোলা সদরের প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন ভোলার শিশু কর্মকর্তা এপিএম এ.টি.এম আজিমুজ্জামান ও কারিগরি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সিআইপিআরবি প্রতিনিধি মাস্টার ট্রেইনার মোঃ সালাউদ্দিন বাপ্পি এবং লাইলা খাতুন প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মনোহরদীর প্রশিক্ষণটি ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে উদ্বোধন করেন যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক আব্দুল কাদির এবং সিআইপিআরবির প্রতিনিধি ও মাস্টার ট্রেইনার ইমরান নাজির এবং সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক আদিবা নাহরিন প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া চাঁদপুর সদরে জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ কাউছার আহমেদ ও রামগতি উপজেলায় সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান এবং সিআইপিআরবির দক্ষ মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণগুলো দুইটি ধাপে অর্থাৎ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানিতে ডোবা থেকে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হবে এবং অন্যকেও ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করতে পারবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির তত্ত্বাবধানে ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তাসহ প্রকল্প ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তায় প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চিহ্নিত করে তাদের সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। এই কার্যক্রম শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ৯০% হ্রাস করবে।

আইসিবিসি প্রকল্পের ত্রৈমাসিক অবহিতকরণ সভা

'সমাজ ভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান (আইসিবিসি)' প্রকল্পের আওতায় ভোলা সদর উপজেলায় ত্রৈমাসিক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ জুন ২০২৫ তারিখে ভোলা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আজাদ জাহান। তিনি প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবায়ন কাঠামো পর্যালোচনা করেন এবং প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো আরও ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, ভোলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), মোঃ সোহান সরকার, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ আখতার হোসেন, আইসিবিসি প্রকল্পের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এবং পদক্ষেপ এর কর্মীবৃন্দ ।

জেলা মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ জুন ২০২৫ তারিখে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের জেলা মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মনোহরদী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এম. এ. মুহাইমিন আল জিহান। তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর চলমান কার্যক্রম, অর্জন ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন মনিটরিং কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা এবং পদক্ষেপ এর কর্মীবৃন্দ। সভায় অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়।

'রেইজ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

"ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রিকভারি অ্যান্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এম্প্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রকল্পটি পদক্ষেপ দেশের শহর ও উপ-শহর এলাকার ১২টি জেলার ১৫টি উপজেলায় ১১টি জোনে ১৬টি এরিয়ার ২৫টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে।

এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে, প্রকল্পের আওতায় জামালপুর সদর এবং গফরগাঁও এ মোট ২টি ব্রাঞ্চে স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন এর আওতায় মোট ১৬ দিন (৯৬ ঘণ্টা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০২৫ মাসে মোট ৪টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণের মূল বিষয় সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার ধারাবাহিকতা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন ও বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য মাঠ পরিদর্শন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে অংশগ্রহণকারীদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেইসাথে তারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবসা পরিকল্পনার বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন, সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ফলে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি স্বল্প-আয়ের তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষানবিশী কার্যক্রম

স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে, মাস্টার ক্রাফট-পার্সন বা অভিজ্ঞ কারিগর/গুরুর অধীনে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষানবিশ/গুরু-শিষ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সংস্থার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় মে ০২, ২০২৫ থেকে ৬ মাসব্যাপী ৫ম ব্যাচের গুরু-শিষ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতায় মোট ৬৫ জন গুরুর অধীনে মোট ১৩০ জন শিষ্য বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। যা জুন মাসেও অব্যাহত আছে। যে সকল কারিগরি ট্রেডের উপরে শিষ্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো হলো, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কনজুমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন ও মেইনটেনেন্স, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং, ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, হাউজকিপিং ও ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিসিং, কার্পেন্ট্রি ইত্যাদি।

কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম

স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণী এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশে, জুন ২০২৫ মাসে মোট ১০টি কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০০ জন তরুণ-তরুণীকে নিয়ে প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উঠান বৈঠক, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ, টেলিফোনিক যোগাযোগ, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে রেইজ প্রকল্পের অন্তভুক্ত গুরু-শিষ্য/শিক্ষানবিশ পদ্ধতিতে ৬ মাস ব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ সম্পর্কে এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণী ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬ দিনের প্রশিক্ষণের বিষয়ে এবং তাদের কাছে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির তথ্য পৌঁছে দিতে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের রেইজ প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আলোচনা করা হয়। এছাড়া যুব সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক বিষয় যেমন: পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কৃষি ইউনিট এর বিভিন্ন কার্যক্রম

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমের ৫৮টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন

কৃষি সংকট মোকাবিলা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পদক্ষেপ ২০২৫ সালের মার্চ থেকে বাজিতপুর ও কুলিয়ারচর উপজেলায় কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম শুরু করেছে। কৃষি ইউনিটের নেতৃত্বে মাঠপর্যায়ে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, নিরাপদ খাদ্য দিবস, পরামর্শ কেন্দ্র ও উপজেলা সমন্বয় সভার মাধ্যমে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা চালু হয়েছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত মালচিং পেপার, নিরাপদ সবজি ক্লাস্টার, উচ্চ ফলনশীল ফসল ও অনাবাদি জমিতে ফল-সবজি চাষসহ মোট ৫৮টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ পরামর্শকেন্দ্র

১৯ জুন ২০২৫ তারিখে ইন্দু ভূষণ বিদ্যালয় চত্বরে ৫০-জন খামারিকে নিয়ে একটি প্রাণিসম্পদ পরামর্শকেন্দ্র চালু করা হয়। প্রধান অতিথি ডা. নাছির উদ্দিন মুন্সি ও পদক্ষেপের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত থেকে খামার ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, বাজার সংযোগ ও আর্থিক সেবাসহ নানামুখী পরামর্শ দেন। এতে খামারিরা তাঁদের মাঠপর্যায়ের সমস্যা সরাসরি বিশেষজ্ঞদের কাছে তুলে ধরেন ।

জুন মাসে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে ৯৩ জন

ক্র নং	প্রধান কার্যালয়/ জোন/প্রোজেক্টের নাম	পদের নাম	কর্মস্থল	সংখ্যা	মন্তব্য
১	প্রধান কার্যালয়	আয়া/ক্লিনার	প্রধান কার্যালয়	১	**মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে নিয়োগ**
			মোট	১	
২	আরবান প্রাইমারি হেলথ ডেলিভারি প্রজেক্ট - ২য় পর্যায়	ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর	নেত্রকোণা	১	
		ফিল্ড সুপারভাইজার		১	
		প্যারামেডিক		১	
		ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট		১	
		সার্ভিস প্রোমোটর		২	
			মোট	৬	
৩	মাইক্রোফিন্যান্স	সিএম -১, এবিএম (লোন), এবিএম অ্যাকাউন্ট	বিভিন্ন জোন	৮৬	
			সর্বমোট	৯৩	

বিশ্ব দুগ্ধ দিবসে স্কুলভিত্তিক ক্যাম্পেইন

পদক্ষেপ এর কৃষি ইউনিট গত ১ জুন ২০২৫ তারিখে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উপলক্ষে বাজিতপুরের ইন্দু ভূষণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের পুষ্টিগুণ বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. নাছির উদ্দিন মুন্সি এর সভাপতিত্বে ক্যাম্পেইনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বেগম সালমা চৌধুরী ও পদক্ষেপ এর কর্মীবৃন্দ। বক্তারা দুধের পুষ্টিগুণ, সঠিক সেবনপদ্ধতি ও দুগ্ধজাত পণ্যের উপকারিতা তুলে ধরেন। পরে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে উপজেলা পরিষদ ঘুরে আবার বিদ্যালয় চত্বরে ফিরে আসে। এসময় শিক্ষার্থীদের মাঝে ইউএইচটি দুধ বিতরণ করা হয়, যাতে তারা নিয়মিত দুধপানে উৎসাহিত হয়।

গাভি পালন বিষয়ক দুই-দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

গত ১৮-১৯ জুন ২০২৫ তারিখে বাজিতপুরের ইন্দু ভূষণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫ জন খামারিকে নিয়ে "উত্তম ব্যবস্থাপনায় গাভি পালন" শীর্ষক দুই-দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. নাছির উদ্দিন মুন্সি ও প্যারাগন গ্রুপের টেকনিক্যাল সার্ভিস অফিসার ডা. সুকান্ত বর্মন প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন। গাভীর পুষ্টি, আবাসন, রোগ নির্দেশিকা, টিকা ও সাশ্রয়ী খামার ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি হাতে-কলমে ধারণা দেওয়া হয়। যাতে খামারিরা নিজেদের দক্ষতা উন্নত করে উৎপাদন ও আয় দুটোই বাড়াতে পারেন।

আরএমটিপি প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় লিড ফার্মার ও গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সঠিক জ্ঞান ও দক্ষতাই পারে চাষির জীবন বদলাতে। অতপর দাতা সংস্থা ইফাদ এবং ড্যানিডা এর অর্থায়নে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এবং পদক্ষেপ এর বাস্তবায়নে রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর উপ-প্রকল্প "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" এর আওতায় গোপালগঞ্জ জেলায় 'লিড ফার্মার ও গ্রুপের সদস্যদের GAP, BAP ও HACCP প্রোটোকল বিষয়ক প্রশিক্ষণ' সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২৫ মাসে গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলার লিড ফার্মার ও গ্রুপের অন্যান্য মৎস্যজীবীদের নিয়ে ১৪টি ব্যাচে এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। এতে সর্বমোট ৩৫০ জন চাষি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও একই মাসে শুধুমাত্র উদ্যোক্তা ও মৎস্য চাষিদের অংশগ্রহণে ৬টি ব্যাচে অডিট সার্টিফিকেশন ও GMP, BAP বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে যেখানে সর্বমোট ১৫০ জন চাষি অংশগ্রহণ করেন। GAP, BAP, GMP ও HACCP কি এবং এর প্রয়োজনীয়তা, নিরাপদে ভোক্তার কাছে মৎস্য এবং মৎস্য পণ্য পৌঁছানোর কৌশল, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মৎস্য চাষ, মৎস্য পণ্য পরীক্ষণের গুরুত্ব ও উপকারিতা, আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে মৎস্য চাষ ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও পরিবহণ, প্রসেসিং প্লান্টে মাছ সংরক্ষণ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, হাইজিন বজায় রাখা, শ্রমিক নিরাপত্তা সহ প্রসেসিং প্লান্টে শোভন কর্ম পরিবেশের গুরুত্ব নিয়ে বিষদ আলোচনা করা হয়। এসময় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসিআই কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার মোঃ মহিব্বুল্লাহ, এভানকো কোম্পানির প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান সোহাগ, ছোঁয়া অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিনিধি জাফরউল্লাহ সাইফি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো. লেমন মিয়াসহ প্রকল্পে কর্মরত কর্মীবৃন্দ।

প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে গোপালগঞ্জের মৎস্য উদ্যোক্তাদের অনুদান সহায়তা স্বরূপ চেক বিতরণ কর্মসূচি

জুন ২০২৫ মাসে গোপালগঞ্জের ৯ জন মৎস্য উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন খাতে অনুদান সহায়তা স্বরূপ চেক বিতরণ করা হয়েছে।

অনুদান প্রাপ্ত উদ্যোক্তা	অনুদান খাত	অনুদানের পরিমাণ
হৃদয় শেখ	রেডি টু কুক উদ্যোগ	৫০ হাজার
খায়রুজ্জামান ইকরাম	রেডি টু ইট উদ্যোগ	৫০ হাজার
বিনয় রায়	আধা নিবিড় প্রদর্শনী স্থাপন	৪০ হাজার
শিব মজুমদার	আধা নিবিড় প্রদর্শনী স্থাপন	৪০ হাজার
দুলাল শেখ	বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২০ হাজার
বীরেন বৈদ্য	মৎস্য পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন	৪০ হাজার
হুমায়ুন কবির	মৎস্য পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন	৪০ হাজার
জামান জাকির	নার্সারি স্থাপন	২৫ হাজার
হাসান সিকদার	কালো সৈনিক পোকা খামার	৫০ হাজার

উক্ত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর গোপালগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন, প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো. লেমন মিয়া সহ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ।

জুন ২০২৫ মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৭৯ জন

প্রশিক্ষণ শিরোনাম	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর পদবি	ভেন্যু	আয়োজনকারী
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ					
বেসিক ওরিয়েন্টেশন	১-৩ জুন	৬	নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীবৃন্দ	প্রধান কার্যালয়	পদক্ষেপ
Physical Balancing Activity	২৯ জুন ও ১ জুলাই	৪৬	প্রধান কার্যলয়ে কর্মরত কর্মীবৃন্দ		
Introductory Training on Fire Safety Management	২৬ জুন	২৬			বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট
বহি: প্রশিক্ষণ					
Crisis Management in Microfinance Operation	২২-২৬ জুন	১	উপ পরিচালক ও প্রধান	পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ

জুন মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

মাস	সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান	মোট সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান
জুন ২০২৫	৩৪১ জন	১২,৭৮০,৯৮৯.৭৮	১৬২,৭২৭	৫,২৬৫,৫৯০,২৫৫

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচির আওতায় অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

পিকেএসএফ এর কারিগরি সহায়তায় ও পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের অর্থায়নে হাওর অঞ্চলের সদস্যদের আয়বর্ধনের লক্ষ্যে, স্থানীয়ভাবে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন বাড়াতে এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে ০৪ জুন ২০২৫ কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার গোপদিঘী ইউনিয়নের একজন সদস্যকে হাঁসের ডিম ফুটানোর জন্য ১,০০০ ডিম ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি অটোমেটেড ইনকিউবেটর মেশিন প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার কাস্তুল ইউনিয়নে প্রথমবারের মতো একজন সদস্যের মাধ্যমে শুরু হয়েছে ভেজা খড় সংরক্ষণের বাণিজ্যিক উদ্যোগ। উক্ত সদস্যকে বিগত মাসে ইউরিয়া, পলিথিন, গামলা, ওজন স্কেল, ভ্যাকুয়াম মেশিন, চপিং মেশিন, বস্তা, ত্রিপল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা মো. মজনু সরকার, খন্দকার মুনির হাসান, মো. মাকসুদ আলম এবং এ বি এম কাউছার আহমেদ ।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপিত

সকলের জন্য পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ০২ থেকে ০৭ জুন ২০২৫ তারিখে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে, পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় মিঠামইন, নিকলী ও অষ্টগ্রাম উপজেলার মোট ১৪টি ইউনিয়নে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশ নেয় এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ এবং মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধী ফোরাম, কিশোরী ক্লাব ও সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নার্স এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

সিটিএম প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় গত ২৪-২৬ জুন ২০২৫ "ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন (CTM)" প্রকল্পের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল বিভাগীয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক ও উপসচিব শাহ মোঃ রফিকুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) এস.এম. শাহাজাদা এবং সিটিএম প্রকল্পের এমঅ্যান্ডই বিশেষজ্ঞ মোঃ তারেকুল কাদের প্রমুখ। প্রশিক্ষণের শুরুতে পদক্ষেপ-এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক প্রকল্প বিষয়ক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। এছাড়া সাতক্ষীরা সদর উপজেলার মোজাফফর গার্ডেনে ৩ দিনব্যাপী আরও একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে জীবন দক্ষতা, ব্যবসায়িক দক্ষতা, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম ও আর্থিক পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান এবং OPC গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা।

জুন মাসে কর্মী কল্যাণ তহবিল সিপিএফ ও অনুদান প্রদান তথ্য

বিবরণ		জুন' ২০২৫	
ফেরত প্রদান	সিপিএফ	১৯	১০,৫৭,৩৭৮
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	১৯	১,২২,২৪১
অনুদান প্রদান	কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম থেকে	২১	৬,৫৩,০৪১
	কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে	২৯	৫,০৮,৯৩৩